ফাউমি/সোনালী জাতের মুরগি পালন সহায়িকা

ভূমিকা: মুরগি পালন একটি লাভজনক ব্যবসা। পরিবারের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে মুরগির ডিম ও মাংস অতুলনীয়। তাই ক্ষুদ্র আকারে ২০-১০০ টি ফাউমি বা সোনালী জাতের মুরগি পালন করে পরিবারের চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি বাড়তি আয় করা সম্ভব। এই জাতের মুরগি সরকারী মুরগির খামার থেকে ভর্তূকী মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

জাত পরিচিতি :

(ক) ফাউমি: (পাকিস্তানি/মিশরী নামেও পরিচিত)

সাধারণ বৈশিষ্ট্য :

- ডিম দেয়া মুরগির জাত হিসেবে বিবেচিত।
- দেশী মুরগির মত চড়ে খেতে অভ্যস্ত এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী।
- গলা ও ঘাড় সিলভার সাদা রংয়ের পালকে ও কালো কালো ছোপে সারা শরীর ঢাকা।
- প্রাপ্ত বয়স্ক মোরগ ১.৮-২ কেজি এবং মুরগি ১.৪-১.৬ কেজি হয়ে থাকে।
- ১৯-২০ সপ্তাহ বয়সে প্রথম ডিম পাড়া শুরু করে এবং বছরে ডিম উৎপাদন ২০০-২৪০টি, ডিমের রং হালকা সাদা।

(খ) সোনালী মুরগি

সাধারণ বৈশিষ্ট্য :

- ডিম ও মাংস উৎপাদনের উপযোগী এবং দেশী মুরগির মত রোগবালাই সহিষ্ণু।
- লালচে বাদামী বা সোনালী রংয়ের শক্ত-সামর্থ্য মাঝারী আকারের সংকর জাতের মুরগি।
- গ্রামীণ পরিবেশে উন্মুক্ত ও আবদ্ধ উভয় পদ্ধতিতে সহজেই পালন উপযোগী।
- প্রাপ্ত বয়স্ক মোরগের ওজন ২-২.৫ কেজি এবং মুরগির ওজন ১-১.৫ কেজি।
- ২০-২১ সপ্তাহ বয়সে প্রথম ডিম পাড়া শুরু এবং বছরে গড়ে ডিম উৎপাদন ১৯০-২০০টি, ডিমের রং হালকা বাদামী।

মুরগি পালন পদ্ধতি :

ক) প্রয়োজনীয় স্থান : প্রতিটি বাচ্চার জন্য ০.৫ বর্গফুট, বাড়ন্ত বাচ্চার জন্য ১ বর্গফুট এবং ডিমপাড়া মুরগির জন্য ২ বর্গফুট।

খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ : প্রতি ১৫-২০ টি মুরগির জন্য ১টি খাবার পাত্র ও ১টি পানির পাত্র দিতে হবে।

গ) এক দিনের বাচ্চা পালন (ব্রুডিং): একদিন বয়সের বাচ্চাকে জন্মের পর থেকে ৪/৫ সপ্তাহ পর্যন্ত ১০০/২০০ ওয়াটের বাল্বের মাধ্যমে অতিরিক্ত তাপ দিতে হয়। বিশেষ করে শীতের দিনে এটা খুবই প্রয়োজন।

ঘ) খাঁচায় পালন: অল্প জায়গায় বেশী মুরগি নিরাপদে পালন করতে হলে বাঁশ, কাঠ ও নেটের মাধ্যমে ৮-১০ হাজার টাকায় তিন তলা বিশিষ্ট খাঁচা তৈরী করা যায়। প্রস্থ ৪ ফুট/ দৈর্ঘ্য ৬ ফুট/ উচ্চতা ৬ ফুট এরকম একটি খাচায় ২০টি করে ৬০টি বাড়ন্ত মুরগি এবং ১২টি করে ৩৬টি ডিম পাড়া মুরগি সহজেই পালন করা যায়।

ঙ) ঘরের মেঝেতে পালন : ঘরের মেঝেতে তুষ, কাঠের গুড়া ১-২ ইঞ্চি পুরুত্বে বিছিয়ে দিতে হবে। ২-৩ মাস পর পর পরিবর্তন করে দিতে হবে। ঘরের চতুর্দিক নেট দ্বারা আবৃত থাকবে।

চ) মুক্ত পদ্ধতি/ছেড়ে পালন : দেশী মুরগির মত দিনের বেলা বাহিরে ঘুরে বেড়ায় এবং রাতে ঘরে ফিরে আসে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা :

ক) বাচ্চার রেশন (স্টার্টার) : ১ দিন থেকে ৮ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার খাদ্য।
খ) বাড়ন্ত বাচ্চার রেশন (গ্রোয়ার) : ৯ সপ্তাহ থেকে ১৬ সপ্তাহ বয়সের বাড়ন্ত বাচ্চার খাদ্য।
গ) লেয়ার (ডিম পাড়া মুরগির রেশন) : ১৭ সপ্তাহের উর্ধ্বে মুরগির জন্য।

বিভিন্ন বয়সের রেশনে খাদ্য উপকরণের অনুপাত :

খাদ্য উপকরণ সমূহ	স্টার্টার রেশন%	গ্রোয়ার রেশন%	লেয়ার রেশন	মন্তব্য
১। ভুট্টা ভাঙ্গা/গম ভাঙ্গা	৫৫-৬৫	৪৮-৬৪	৪৮-৬৩	এই ফর্মূলা অনুসারে যে কেউ খাদ্য উপকরণ ক্রয় করে রেশন প্রস্তুত করে নিতে পারেন অথবা বাজারে স্টার্টার, গ্রোয়ার, লেয়ার নামে বিভিন্ন ভাল কোম্পানির রেডি ফিড কিনে বয়স অনুসারে মুরগিকে খাওয়াতে পারেন।
২। চাউলের কুড়া/ডিওআরবি	৫-১০	৫-৭	৩-৫	
৩। সয়াবিন মিল	১৫-২৪	১৫-২২	১-২৪	
৪। প্রোটিন কনসেনট্রেট ৬০%	৫-৮	৪-৭	৪-৭	
৫। খাদ্য লবন	০.২৫-০.৫০	০.২৫-০.৫০	০.২৫-০.৫০	
৬। ঝিনুক গুড়া/লাইমস্টোন	১-২	২-৬	৪-১০	
৭। ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.১৫-০.২৫	০.২৫-০.৩২	০.২৫-০.৩২	

Farmer Hope

বিভিন্ন বয়সে ফাউমি/সোনালী মুরগিকে খাদ্য ও পানি প্রদানের পরিমাণ:

বয়স (সপ্তাহ)	ওজন (গ্রাম)	খাদ্র গ্রহণ (গ্রাম/দিন/মুরগি)	সর্বমোট খাদ্য গ্রহণ	পানি গ্রহণ ১০০০ মুরগি/দৈনিক
১	৫০	১০	৬০	১০০ লিটার
২	৯০	১৫	১৬৫	
৩	১৫০	২০	৩০৫	
৪	২৪০	২৮	৫০১	
৫	৩১০	৩৬	৭৫৩	১৩০ লিটার
৬	৩৯০	৪০	১০৩৩	
৭	৪৮০	৪৩	১৩৪৪	
৮	৫৬৬	৪৫	১৬৫৯	
৯	৬৪৬	৪৮	১৯৯৫	১৬০ লিটার
১০	৭২৪	৫০	২৩৪৫	
১১	৮০৬	৫২	২৭০৯	
১২	৮৮১	৫৫	৩০৯৪	
১৪	১০২১	৫৯	৩৯০৬	২০০ লিটার
১৬	১১৪৩	৬৫	৪৭৯৫	
১৮	১২৫৭	৭০	৫৭৫৪	
২০	১৩৫৮	৮৪	৬৮৮১	২২০-২৬০ লিটার
২১-৭২	১৪২০-২০০০	৯০-১১৫	৪৮০০০	

টিকা প্রদান কর্মসূচি:

বাচ্চার বয়স (দিন)	রোগের নাম	টিকার নাম	টিকার মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি
১	মারেক্স	মারেক্স টিকা	০.২ মিলি মাংস/চামড়ার নীচে ইনজেকশন
০৩-০৫	রাণীক্ষেত	বি.সি.আর.ডি.ভি	এক ফোটা এক চোখে ড্রপ
১০-১২	গামবোরো	গামবোরো	ঐ
১৬-১৮	গামবোরো	গামবোরো	ঐ
২১-২৪	রাণীক্ষেত	বি.সি.আর.ডি.ভি	ঐ
৩০-৩৫	ফাউল পক্স	ফাউল পক্স টিকা	পাখার নীচে সুচ দিয়ে খুঁচিয়ে
৬০	রাণীক্ষেত	আর.ডি.ভি	১ মিলি মাংস পেশীতে ইনজেকশন
৬৫-৭০	ফাউল কলেরা	ফাউল কলেরা টিকা	ঐ
১১৫-১২০	ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস+ রাণীক্ষেত+ এগ ড্রপ সিনড্রম	IB+ND+ EDS	০.৫ মিলি মাংস/চামড়ার নীচে ইনজেকশন

বাচ্চার বয়স ৪০ দিন হলে কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে এবং এরপর প্রতি ৪৫-৫০ দিন পর পুনরায় খাওয়াতে হবে।

★ টিকার জন্য উপজেলা প্রানিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে যোগাযোগ করুন।

মুরগী পালনে প্রয়োজনীয় ঔষধ সমূহ :

ক্র. নং	ঔষধের নাম	ব্যবহারের ক্ষেত্র ও সময়	ডোজ (পানির সাথে)	মন্তব্য
১	গ্লুকোভেট	১ম দিন বয়সে	৫০ গ্রাম/১ লি.	সকল বাচ্চা ঔষধ মিশ্রিত পানি খাওয়ার ৩ ঘন্টা পর খাদ্য (স্টার্টার) দিতে হবে।
২	মুরা প্লাস ভেট	১ম দিন ও টিকা দেয়ার পর প্রতিবার	১ গ্রাম/১ লি.	
৩	ডক্সি এ ভেট+নিমোসিন ভেট	২য়, ৩য়, ৪র্থ দিন	১ গ্রাম/২ লি.	সকাল বেলার পানিতে
	ভিটামিক্স ডব্লিউ এস		১ গ্রাম/৫ লি.	বিকালের পানিতে
৪	কক্সি অফ ভেট	১৪, ১৫, ১৬ তম দিন	১ গ্রাম/১ লি.	সকাল বেলার পানিতে
৫	পেরাভেট (কৃমিনাশক)	৪০-৪৫ দিন	১ গ্রাম/১ লি.	সকাল বেলার পানিতে প্রতি ৪৫ দিন পর পর খাওয়াতে হবে।
৬	হেপাফিট ভেট	লিভার সুস্থ্য রাখতে এবং কৃমিনাশক খাওয়ানোর পর প্রতিবার।	১ গ্রাম/১ লি.	সপ্তাহে ৩ দিন, মাসে ২ বার
৭	ভাইটাল এমাইনোফোর্ট ভেট	ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধিতে, ভিটামিন, মিনারেল এর ঘাটতি জনিত সমস্যায়	১ গ্রাম/৪ লি.	সপ্তাহে ৩ দিন, মাসে ২ বার
৮	সিপি ভেট	ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধিতে, ডিমের খোসা নরম হলে, দৈহিক বৃদ্ধিতে	১ গ্রাম/১ লি.	সপ্তাহে ৩ দিন, মাসে ২ বার
৯	ভিটা-এডিই ভেট	ভিটামিন এ, ডি ও ই এর অভাবজনিত সমস্যায়, প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে, উৎপাদন বৃদ্ধিতে	১ মিলি/১-২ লি.	সপ্তাহে ৩ দিন, মাসে ১ বার
১০	জিংক ভেট	পালক পড়ে যাওয়া, দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাস, ডিম উৎপাদন ও হ্যাচাবিলিটি কমে গেলে,	২ মিলি/১ লি.	সপ্তাহে ৩ দিন, মাসে ১ বার

প্রয়োজনে: আঞ্চলিক মুরগী খামার, চট্টগ্রাম (০১৩২৪২৯০৯৯৭) সরকারী মুরগি প্রজনন ও উন্নয়ন খামার, সিলেট (০১৩২৪২৯০৬৫৮), কুমিল্লা (০১৩২৪২৯০৮৪৩), নোয়াখালী (০১৩২৪২৯০৯২৪), সীতাকুন্ড (০১৩২৪২৯১০০১) রাঙ্গামাটি (০১৩২৪২৯১০৮৫)

সৌজন্যে: আঞ্চলিক মুরগী খামার, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম